ফি-এর হার ঃ—

সরকার	আবেদন ফি		তথ্য পাওয়ার জন্য অতিরিক্ত খরচ বা অর্থ				রেকর্ড নিরীক্ষণ	অর্থ প্রদানের পদ্ধতি
কেন্দ্রীয়	১০ টাকা	এ-ফোর এবং এ-থ্রি কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ টাকা	বড় আকারের কাগজের জন্য বাজার দর অনুযায়ী	মুদ্রিত রিপোর্টের জন্য যা খরচ হয় অথবা প্রতি পৃষ্ঠা ২ টাকা	ফ্লপি বা সিডির জন্য ৫০ টাকা	নমুনার নকল বা নথির জন্য যত খরচ পড়ে	প্রথম ঘন্টার জন্য বিনা খরচে এরপর প্রতি ঘন্টায় ৫ টাকা	নগদ,ব্যাঙ্ক ড্রাফট বা ব্যাঙ্কার্স চেকের মাধ্যমে টাকা জমা দেওয়া যাবে
পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকার	১০ টাকা (কোর্ট ফি স্ট্যাম্পের মাধ্যমে)	এ-ফোর এবং এ-থ্রি কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ টাকা হারে	বড় আকারের কাগজের জন্য বাজার দর অনুযায়ী প্রকৃত মূল্য	মুদ্রিত রিপোর্টের জন্য প্রকৃত মূল্য বা প্রতি পৃষ্ঠা ২ টাকা হারে	প্রতিটি ফ্লপি বা সিডির জন্য ৫০ টাকা	নমুনার নকল বা নথির জন্য যত খরচ পড়ে	প্রতি ১৫ মিনিটের জন্য ৫ টাকা	নগদ টাকা জমা দিতে হবে

- যে সব তথ্য অপরাধী খোঁজার তদন্তে অথবা অপরাধীকে গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে।
- যেসব তথ্য নিছকই ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য, সমষ্টির ভালোর জন্য নয়।
- জনস্বার্থ ছাড়া কোন ব্যক্তির পদে বিশ্বস্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে রক্ষিত তথ্য।
- জনস্বার্থ ছাড়া বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক গোপনীয় তথ্য।
- ক্যাবিনেট মিটিং-এর কাগজপত্র, মন্ত্রী, সচিব ও অন্যান্য অফিসারের মধ্যেকার আলোচনার বিশদ বিবরণ। তবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর সিদ্ধান্তের বিবরণ এবং যে সব বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কারণ সহ সেই সব বিষয়ের তথ্য দেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু এসব ব্যতিক্রম ছাড়াও যদি আপনাকে তথ্য দিলে জন কল্যাণ হয় অথবা অন্যদের লোকসান কম হয়, তবে সে সব তথ্য আপনাকে দেওয়া হবে।

(১) তথ্য না পেলে কি করতে হবে? একই দপ্তরের আপিল আধিকারিকের কাছে প্রথম আপিল।

- যদি পি আই ও আপনার আবেদনপত্র নিতে অস্বীকার করেন।
- যদি সময়সীমার মধ্যে তথ্য না পাওয়া যায়।
- যদি পি আই ও-এর কাছ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে কোন জবাব না পাওয়া যায়।
- যদি পি আই ও অন্যায্য ভাবে আপনাকে তথ্য দিতে অস্বীকার করেন।
- যদি পি আই ও আপনার আবেদন পত্র পাওয়ার পর আপনি যে সব বিষয়ে তথ্য জানতে চাইছেন তার নথিপত্র নষ্ট করে ফেলেন।
- প্রত্যেক পি আই ও উপরের স্তরে আপিল করার জন্য একজন পদস্থ আধিকারিক রয়েছেন। ঐ আধিকারিকের ঠিকানা অনুযায়ী চিঠি লিখে প্রথম আপিল দাখিল করুন।

(২) রাজ্য তথ্য কমিশনের কাছে দ্বিতীয় আপিল

- প্রথম আপিল আধিকারিকের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হলে;
- নির্ধারিত ৩০ দিনের মধ্যে প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার সিদ্ধান্ত না জানালে ৯০ দিনের মধ্যে রাজ্য তথ্য কমিশনের কাছে দ্বিতীয় আপিল করা যাবে। এর জন্য কোন ফি লাগবে না।

আপিল আধিকারিক ৩০ দিনের মধ্যে আপনার আপিলের উপর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য।

West Bengal Right to Information Network
C/o IMSE
195, Jodhpur Park, Kolkata-700068
Tel. : 033-24128426
e.mail : rtinetwb@yahoo.com
e-mail : grouprtinetwb@yahoogroups.com

এছাড়াও

আপনি লিখিতভাবে তথ্য কমিশনে অভিযোগ জানাতে পারেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের যে কোন দপ্তরের ক্ষেত্রে আপনি কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনে অভিযোগ জানাতে পারেন। রাজ্য সরকার বা স্থানীয় প্রশাসনের কোন দপ্তর সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকলে আপনি রাজ্য তথ্য কমিশনে চিঠি লিখে অভিযোগ জানান। বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে তথ্য কমিশনে আপনার অভিযোগ সম্পর্কে বিচারের জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে ডেকে পাঠাতে পারেন। অথবা সংশ্লিষ্ট

তথ্য না দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব পি আই ওদেরই।

অভিযোগের তদন্ত করার সময় তথ্য আয়োগ দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে দেওয়ানী বিধি অনুযায়ী কাজ করবেন।

তথ্য আয়োগের সিদ্ধান্ত মেনে চলা বাধ্যতামূলক

পশ্চিমবঙ্গ তথ্য কমিশন
ভবানী ভবন, দ্বিতীয় তলা, কলকাতা-৭০০০২৭
ফোন/ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২৪৭৯১৯৬৬

Central Information Commission
Block No. 4, 5th Floor, Old JNU Campus
New Delhi-110011
Ph. : 011-26717354, Fax : 26717352
Website : www.cic.gov.in
E-mail : pkp.shreyaskar@nic.in

যে কোন নথি চাইতে পারেন। উপরে উল্লিখিত পরিস্থিতি হলে তদন্তে যদি পি.আই.ও দোষী সাব্যস্ত হন, তাহলে তাকে আইনে শাস্তি দেওয়ার বিধান রয়েছে। তথ্য কমিশনার প্রতিদিন ২৫০ টাকা হিসেবে সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা ওই পি.আই.ও-র কাছ থেকে আদায় করতে পারেন। যদি কোন পি আই ও এই আইন বারবার লঙ্ঘন করেন তবে, তথ্য কমিশন তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে আদেশ দিতে পারে।

আপনার সামনে চ্যালেঞ্জ!

এখন সারা দেশে লক্ষ লক্ষ নাগরিক সরকারের কাছে হিসাব চাইতে শুরু করেছেন।

আপনি কি এই গণ অভিযানের সাথে নিজেকে যুক্ত করবেন না? আপনার জানার অধিকার প্রয়োগ করুন। আপনার বিকাশের দিক নিজেই নির্ণয় করুন।

Commowealth Human Rights Initiattive
B-117, First Floor, Sarvodaya Enclave, New Delhi-110017
Tel. : 011-26850523/26864678, Fax : 011-26864688
E-mail : chriall@nda.vsnl.net.in
Website : www.humanrightsinitatie.org

তথ্য জানার অধিকার

পশ্চিম বঙ্গ

বাঁচার অধিকার

আপনি ব্যবসায়ীর কাছে হিসাব চান
দুধওয়ালার কাছে হিসাব জানতে চান

তবে

সরকারের কাছে
হিসাব চাইবেন না কেন?

তথ্য — আমাদের মৌলিক অধিকার
তথ্য দিতে — দায়বদ্ধ সরকার

আপনি কি জানতে চান?

- প্রতি মাসে আপনার কতটা রেশন পাওয়া উচিত কিংবা আপনার রেশন দোকানে প্রতি মাসে কতটা রেশন আসে?
- আপনার গ্রামে কেন পাকা রাস্তা নেই? কিংবা আপনার গ্রামের রাস্তা মেরামত করতে কত টাকা এসেছে এবং কত টাকা খরচ হয়েছে?
- আপনার ঘর-বাড়িতে কবে বিদ্যুৎ পৌঁছাবে?
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আপনার কি কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাওয়া উচিত।
- আপনার গ্রামের বা পুরসভার স্কুলে শিক্ষক কেন আসেন না?
- আপনার যেহেতু থাকার জন্য কোন ঘর নেই, তাই সরকারের আবাস যোজনার সুফল কিভাবে আপনি পেতে পারেন?
- বার্ধক্যভাতা পেতে সরকারি আইনি প্রক্রিয়া কি?

এ ধরনের বহু প্রশ্নের জবাব পেতে আপনি সরকারি দপ্তরে কতবার তথ্য জানার চেষ্টা করেছেন?
বারবার কি আপনাকে খালি হাতে ফিরে আসতে হয়েছে? কিন্তু আজকে পরিস্থিতি বদলেছে। সরকারি আধিকারিকদের ঠিক ঠিক জবাব দিতেই হবে। কারণ, ২০০৫ সালের ১২ অক্টোবর থেকে সারা দেশে 'তথ্য জানার অধিকার আইন' জারি হয়েছে।

আপনার বিধায়ক ও সাংসদের যেসব তথ্য জানার অধিকার রয়েছে, এই আইন মোতাবেক সেসব তথ্য আপনিও পেতে পারেন।

তথ্য জানার অধিকার আইন ২০০৫ মোতাবেক

- আপনি পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে মাননীয় রাষ্ট্রপতির দপ্তর পর্যন্ত সব সরকারি অফিস থেকে তথ্য জানতে পারেন।
- কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যেকটি দপ্তরে জন সাধারণকে তথ্য দেওয়ার জন্যে পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার (পি আই ও) নিয়োগের বিধি রয়েছে।
- প্রত্যেক পি আই ও আপনাকে তথ্য দিতে বাধ্য।

ভারত একটি গণতান্ত্রিক দেশ। আপনার রায়ে সরকার নির্বাচিত হয়। আপনার দেওয়া কর-এর টাকায় সরকারের কাজ চলে। বাজার থেকে আপনি যখন কোন জিনিস কেনেন, তখন সেই জিনিসের দামের সাথে সাথে করও দেন। তাই যেহেতু সরকার আপনার, পয়সাও আপনার, তো হিসাবটা কার?

এখন আপনি —

- যে কোন সরকারি ফাইল বা নথিপত্র দেখতে চাইতে পারেন।
- যে কোন নির্মাণ কাজ পরীক্ষা করতে পারেন।
- যে কোন নথির প্রত্যয়িত কপি বা নকল নিতে পারেন।
- যে কোন সামগ্রীর প্রমাণিত নমুনা সংগ্রহ করতে পারেন।
- বৈদুত্যিন বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাওয়া যায় এমন যে কোন তথ্য আপনি পেতে পারেন।

কেমন করে তথ্য পাবেন?

নিচের তথ্যসমূহ সরকারি দপ্তরগুলো অবশ্যই স্বেচ্ছায় জানাতে বাধ্য।

- দপ্তরে কর্মরত আধিকারিক এবং কর্মচারীদের নাম, তিনি কোন্ পদে আছেন, তাঁর অধিকার এবং বেতন।
- কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মপদ্ধতি এবং কর্মচারীদের কর্তব্য পালন নির্ণায়ক মাপকাঠি।
- সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের কর্মপদ্ধতি যেসব নিয়মবিধি-নির্দেশিকা বা আদর্শের দ্বারা পরিচালিত — তার তথ্য জ্ঞাপন।
- সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যে সব নথি পাওয়া যায় সেগুলো জানানো।
- প্রত্যেকটি পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্যয়প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ এবং সে সম্পর্কিত সমস্ত রিপোর্ট।
- জনকল্যাণকারী পরিকল্পনাগুলো রূপায়ণ করার পদ্ধতি, এর সুফল কারা পেয়েছেন তার তালিকা এবং বণ্টিত অর্থের পরিমাণ জানানো।
- সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে যাদের সহায়তা, সুযোগ-সুবিধা, পারমিট, ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে — সেই তালিকার নোটিশ জারি।

প্রত্যেক পি আই ও-এর কাছে তাঁর কম্পিউটারে বা পুস্তিকার আকারে ওপরের সমস্ত তথ্য পাওয়া যাবে। আপনি চাইলেই পি আই ও-কে তাঁর কম্পিউটার থেকে প্রিন্ট নিয়ে অথবা ফটোকপি করে আপনাকে সেসব তথ্য দিতে হবে। এজন্য আবেদনপত্র বা ফি দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। শুধু প্রতি পৃষ্ঠার জন্য দুই টাকা হারে দাম দিতে হবে।

অন্যান্য তথ্য জানার প্রক্রিয়া

ওপরের উল্লিখিত তথ্যগুলি ছাড়াও পি আই ও-এর কাছে আরও কিছু জানার তথ্য রয়েছে। যেমন - যেকোন ধরনের নোটিশ, রায়, পরামর্শ, প্রেস রিলিজ, আদেশ, লগ বুক, কন্ট্রাক্ট, রিপোর্ট, নমুনা, দস্তাবেজ, মডেল সম্পর্কিত ঘোষণা ইত্যাদি।

- এসব তথ্য জানতে হলে আবেদন ফি সহ আবেদনপত্র জমা দিতে হবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পি আই ও-এর কাছে। দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী আবেদনকারীর ক্ষেত্রে কোন ফি লাগবে না। আবেদনপত্রটি ডাক অথবা ই-মেলেও পাঠানো যেতে পারে (ফি-এর হার পরে দেওয়া হল)।

নীচের নমুনা অনুযায়ী আপনি সাদা কাগজেও আবেদন পত্র জমা দিতে পারেন। আপনি কেন তথ্য জানতে চাইছেন, তার কারণ জিজ্ঞাসা করার কোন অধিকার পি আই ও-এর নেই। কারণ না জানিয়ে আপনি যে কোন তথ্য জানার আবেদন করতে পারেন।

- আবেদন ফি ছাড়াও পি আই ও দ্বারা নির্ধারিত অতিরিক্ত খরচ আপনাকে জমা দিতে হবে। (দস্তাবেজের ফটোকপি অথবা ফ্লপি বা সিডি-এর জন্য খরচ পরে উল্লেখ করা হয়েছে।)
- আবেদন পত্র জমা পড়ার ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে পি আই ও তথ্য জানাতে বাধ্য।

যদি তথ্য জানার ব্যাপারটি কোন ব্যক্তির বেঁচে থাকার বা তার ব্যক্তি স্বাধীনতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়, তবে আটচল্লিশ (৪৮) ঘন্টার মধ্যে তথ্য জানাতে হবে।

ফরম - এ

তথ্য জানার অধিকার আইন - ২০০৫' মোতাবেক আবেদন পত্রের নমুনা

প্রতি,
পি আই ও/সহায়ক পি আই ও (বিভাগ/যে জন কর্তৃপক্ষের বা পাবলিক অথরিটির তথ্য জানাতে চাওয়া হয়েছে তার নাম)

(১) আবেদনকারীর নাম .....
যোগাযোগের নম্বর সহ ঠিকানা.....
(২) ভারতীয় নাগরিক কি না.....
(৩) দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী কিনা,
যদি হ্যাঁ হয় প্রামাণ হিসেবে তার নম্বর সঙ্গে দিন.....
(৪) যে তথ্য জানতে চাইছেন তার পূর্ণ বিবরণ .....
(৫) কি উপায়ে তথ্য পেতে চান.....
(৬) প্রদত্ত ফি ও অগ্রিম আগাম ফি দিচ্ছেন তার বিবরণ
(৭) দরখাস্তের তারিখ.....

(আবেদনকারীর স্বাক্ষর)

- এছাড়া আপনি আবেদনপত্রের সাথে আবেদন ফি দিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের যে কোন নথি পরীক্ষা করতে পারবেন। (অর্থ কি হারে দিতে হবে তা পেছনের পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।)
- কিন্তু পি আই ও আপনাকে তথ্য দিতে অস্বীকার করতে পারেন যদি আপনি যে তথ্য জানতে চাইছেন তা দেশের একতা, সুরক্ষা, নীতি ও কৌশল, বিজ্ঞান বা আর্থিক দিক থেকে দেশের পক্ষে ক্ষতিকর তথ্য হয়।
- আদালত বা কোন ট্রাইবুনাল কর্তৃক নিষিদ্ধ বা আদালত অবমাননা হয় এমন তথ্য।
- যে সব তথ্য কোন অপরাধ সংশ্লিষ্ট বা অপরাধে উৎসাহ দিতে পারে।
- যে তথ্য দিলে কোন ব্যক্তির জীবন ও নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে।
- সংসদ ও রাজ্য আইনসভার স্বাধিকার ভঙ্গ হয় এমন তথ্য।
- বিশ্বাসের ভিত্তিতে পাওয়া বিদেশী রাষ্ট্রের তথ্য।